

হু হু করে বাড়ছে ডিমের দাম, নিয়ন্ত্রণে টাস্কফোর্স

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : মাছের পাশাপাশি ডিম এখন বাঙালির খাদ্যতালিকায় গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিয়েছে। অথচ দিনের দিন হু হু করে বাড়ছে ডিমের দাম। গৃহস্থের চোখে জল। দাম নিয়ন্ত্রণে নামল শেষ পর্যন্ত টাস্কফোর্স।

প্রসঙ্গত, কয়েক বছরে বাংলায় রেকর্ড বৃদ্ধি হয়েছে ডিমের উৎপাদনে। তা সত্ত্বেও কেন দাম বাড়ছে ডিমের এবং পোল্ট্রি জাতীয় পণ্যের? উত্তর খোঁজার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর এবং বাজার দর নিয়ন্ত্রণে গঠিত টাস্ক ফোর্সকে। হাঁস-মুরগির খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধিকে ডিমের দাম বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে ধরা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, ভুট্টাচাষ বাড়লেও তার অধিকাংশই চলে যাচ্ছে ইথানল উৎপাদনে। ফলে হাঁস-মুরগির খাদ্যের জন্য ভুট্টা সরবরাহে ঘাটতি থাকছে। তারই প্রভাব পড়ছে ডিমের দামে। তবে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ভুট্টাচাষও। আবার খাবার তৈরিতে রাজ্যের স্বানির্ভর গোষ্ঠির সাফল্যের বিষয়টিও উঠে আসছে। তাহলে হাঁস-মুরগির খাবারের দাম বাড়ছে কেন? সব মিলিয়ে ডিমের মূল্যবৃদ্ধির আসল কারণ খুঁজে পেতে চাইছে নবান্ন। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের নেতৃত্বে নবান্নে বসেছিল টাস্ক ফোর্সের বৈঠক। ছিলেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, কৃষি, কৃষি বিপণনসহ বিভিন্ন দপ্তরের সচিবরা। বৈঠকে অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা নিয়ে আলোচনা হয়। তবে এদিনের বৈঠকে ডিমের দাম কমানোর বিষয়টি প্রাধান্য পায়। বর্তমানে ডিমের পাইকারি দর ৭ টাকা ৫ পয়সা। আর খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৮ টাকা করে। রাজ্যের পোল্ট্রি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মদন মাইতি জানান, রাজ্যে ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধির ফলেই ডিমের দাম ৮ টাকায় বাঁধা সম্ভব হয়েছে। তবে দেখতে হবে তার থেকেও বেশি দামে বিক্রি না-হয় যেন। চলতি বছরে ডিমের গড় দাম গিয়েছে ৫ টাকা ৭৪ পয়সা। সেটা ৫ টাকা ৬৫ পয়সা ছিল গতবছর। এই পরিস্থিতিতে যাতে কোনও অসাধু ব্যবসায়ী বেশি দামে ডিম বিক্রি না করে, তার জন্য পুলিশ এবং টাস্ক ফোর্স উভয়কেই নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বাবরি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন কি বদলে দেবে বাংলার রাজনৈতিক সমীকরণ

বাংলা এখন, নিজস্ব প্রতিনিধি: ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার মাঠে বাবরি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করলেন। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর যে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিল তারই নতুন সংস্করণের ভিত্তি স্থাপিত হল ২০২৫ এর ৬ ডিসেম্বরে। হুমায়ুন কবীরের এই কর্মসূচির পক্ষে এবং বিপক্ষে নানা মত প্রকাশিত হয়েছে এই কদিন ধরে। কিন্তু ৬ই ডিসেম্বর ভিত্তি স্থাপনের দিন থেকেই হুমায়ুন কবীর শুধু বাংলা নয়, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জগতে আলোচনার শীর্ষে পৌঁছেছেন একথা অনস্বীকার্য। হুমায়ুন কবীরের কথায়, সেদিন চার লক্ষের মতো মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। এছাড়া প্রশাসনের নানা রকম হয়রানির সত্ত্বেও প্রায় আড়াই লক্ষের বেশি মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিপুল সাড়া পেয়েছেন তিনি। তাঁকে কেন্দ্র করে একটা আবেগ তৈরি হয়েছে মুসলমান সমাজের মধ্যে। মসজিদের বাজেট ধরা হয়েছিল ৩০০ কোটি টাকা। শুরুতেই অসম্ভব সাড়া পাওয়া গেছে। ভক্তদের টাকায় ভর্তি হয়ে গেছে ১১ টি বাস। ৩০ জন লোক নিয়োগ করা হয়েছিল সেই টাকা গোনার জন্য। প্রথম দু'দিনে সাতটি বাস ও একটি বস্তা থেকে পাওয়া গিয়েছিল ৭৫ লক্ষ ৬৭ হাজার ৫৭৩ টাকা। চারটি বাস তখনও



গোনা হয়নি। এছাড়া নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি একাই ৮০ কোটি টাকা দান করেছেন, ২৪ পরগনার এক ব্যক্তি অনুষ্ঠানের দিন এক কোটি টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অনলাইনে যে টাকা নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল সেখানেও ৪ তারিখ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত প্রায় এক কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ ইঁট মাথায় করে পায়ে হেঁটে অনুষ্ঠান পর্যন্ত এসেছেন। স্বাভাবিকভাবেই কেঁপে উঠেছে সংবাদ জগত।

রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছেন, ধর্মের আড়ালে এ এক রাজনৈতিক খেলা। মুসলমান সমাজের

আবেগকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লোটা। তৃণমূল শিবির বলছে, এর পিছনে বিজেপির হাত আছে। তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের বক্তব্য, 'হুমায়ুন কবীরের আর কোনো উপায় নেই বিজেপির পয়সায় বিজেপির নির্দেশে কামিউন্যাল রাজনীতি করছে। পশ্চিমবঙ্গে এই রাজনীতির কোনো স্থান নেই।' অপরদিকে বিজেপি শিবির এই কর্মসূচির পিছনে তৃণমূলের ছায়া দেখতে পাচ্ছে। এই সমস্ত জল্পনায় জল ঢেলে দিয়ে কংগ্রেসের অধীর চৌধুরীর বক্তব্য, 'এলাকার প্রচুর ধর্মপ্রাণ মানুষ এখানে গিয়েছিলেন তারা কিন্তু রাজনীতি বোঝেন

না। যারা মাথায় ইঁট নিয়ে যেতে পারেন তাদের কাছে এসব গল্প খাটে না। তাদের ধর্মীয় আবেগটাও বোঝার চেষ্টা করতে হবে। এটাকে অবজ্ঞা করা ঠিক হবে না।'

বেশ কয়েকদিন ধরে মুসলমান আলেম উলেমারাও আশঙ্কা প্রকাশ করছিলেন, মসজিদ স্থাপনে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু বাবরের নাম যুক্ত করে এই মসজিদের নির্মাণ সমাজে কোনো অস্থিরতা তৈরি করবে না তো? এখানকার বহু মানুষ পরিয়াদী হিসেবে বাইরের রাজ্যে কাজ করে। তারা সমস্যায় পড়বে না তো? ফুরফুরা শরীফের তুহা সিদ্দিকী বলেছেন,

➤ এরপর ৩ এর পাতায়

প্রবীণ ভোটারদের বাড়িতে নিয়মিত যাবার নির্দেশ বিএলওদের

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : এবার প্রবীণ ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যেতে হবে বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও)। নির্দেশ খোদ নির্বাচন কমিশনের। তাও নিয়মিত যেতে হবে প্রত্যেক বিএলও-কে। যতদিন পর্যন্ত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা না প্রকাশ হয়। এই নির্দেশ খোদ নির্বাচন কমিশনের। মূলত ৮৫ পেরোনো ভোটারদের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে ফের তাদের বাড়ি গিয়ে সমীক্ষার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। উদ্দেশ্য একটাই, সংশ্লিষ্ট ভোটার 'অক্ষত' রয়েছেন কি না, তা যাচাই করা। কমিশন জানাচ্ছে, নিখুঁত ভোটার তালিকা

তৈরির লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ। কমিশন সূত্রে খবর, ইনিউমারেশন ফর্ম পূরণ করার পর কোনও ভোটারের মৃত্যু হতেই পারে। ৮৫ পেরোলে এই ঝুঁকিটা বেশি থাকে। তেমন কোনও ঘটনা ঘটলে যাতে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগেই 'আপডেট' করা যায়, সেই লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ। খসড়া তালিকা প্রকাশ তো বটেই, চূড়ান্ত ইলেক্টোরাল রোল প্রকাশের তিনদিন আগে পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলিয়ে যেতে হবে বিএলওদের। ইতিমধ্যেই অ্যাপে ৮৫ পেরোনো ভোটারদের তালিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই তালিকা ধরে প্রত্যেক

প্রবীণ ভোটারের খোঁজ রেখে যেতে হবে বিএলওদের। এই পর্বে ইনিউমারেশন ফর্ম পূরণ করা কোনও ভোটারের মৃত্যু ঘটবে থাকলে অ্যাপের মাধ্যমেই বিএলওদের তা নথিভুক্ত করতে বলেছে কমিশন। পাশাপাশি ভোটার সূস্থ থাকলে, তাও উল্লেখ করতে হবে অ্যাপে। শুধু বিএলওরা নন, এই কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে বিএলও সুপার ভাইজারদেরও। বিএলও অ্যাপে ৮৫ বছর বা তার থেকে বেশি বয়সি ভোটারদের পাঠানো ফর্মের তালিকা সংগ্রহ করে তার মধ্যে ভাগাভাগি করে

➤ এরপর ৩ এর পাতায়

ভাড়াটিয়াদের পরিচয়পত্র সংরক্ষণের নির্দেশ

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : এবার থেকে ভাড়াটিয়ার পরিচয়পত্র ও সব তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে বাড়িওয়ালাদের। নির্দেশ পুলিশের।

পুলিশ সূত্রে খবর, দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডের পর আরও সতর্কতা অবলম্বন করছে হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশ। এবার বাড়ি ভাড়া দিলে ভাড়াটিয়াদের পরিচয় পত্র সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ। একইসঙ্গে ভাড়াটিয়ারা এলাকায় কোন কাজে এসেছেন তা যাচাই করার জন্যও বাড়ি মালিকদের সতর্ক করেছে পুলিশ। এছাড়াও অন্যান্য গুচ্ছ নির্দেশ দিয়ে

➤ এরপর ৩ এর পাতায়

কানা দ্বারকেশ্বরের বালি তোলা নিয়ন্ত্রণে তিন দফা সরকারি নির্দেশিকা



বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: নদীর পলি অপসারণের ক্ষেত্রে সরকারের নতুন আইন অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্ত করছিল সাধারণ মানুষকে। এক ধরনের

দায়িত্বজ্ঞানহীন ঠিকাদারদের ব্যবহারে আতঙ্কিত হয়ে বিক্ষোভে নেমেছিলেন গ্রামের মানুষজন। হেলান এলাকাতেও এখানকার নদীর তীরবর্তী মানুষজন ও

এলাকার অন্যান্য মানুষজন একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বারবার। তাদের অভিযোগ, অবৈধভাবে মাটি বেরিয়ে যাচ্ছে, নদী বাঁধ আলগা হয়ে যাচ্ছে, বালি বা মাটি নিয়ে প্রচুর দুর্নীতি হচ্ছে। এইসব অভিযোগ নিরসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ওয়েজ ডিপার্টমেন্ট তিন দফা নির্দেশিকা জারি করেছেন। এই নির্দেশিকাগুলির মাধ্যমে মূলত, স্বচ্ছতা, সঠিক ডিমার্কেশন, পরিবহন নিয়ন্ত্রণ ও জননিরাপত্তার বিষয়গুলিকে নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এগুলি সঠিকভাবে মানা হচ্ছে কিনা সেই ব্যাপারে দেখভাল করার ব্যবস্থাও তারা করছেন বলে জানিয়েছেন আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী।

➤ এরপর ৩ এর পাতায়



বন্দে মাতরম্

বাংলা এখন

২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ : বৃহস্পতিবার : ১১ ডিসেম্বর ২০২৫

পশ্চিমবাংলায় আটঘাট বেঁধে ফিরছে একশো দিনের কাজ

একশো দিনের কাজ বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল পশ্চিমবাংলায়। ভুয়ো জব কার্ড মজুরির ও কাজের হিসেবে গড়মিল এবং দুর্নীতির অভিযোগে ২০২২ সালের মার্চ মাস থেকে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় মোদি সরকার। সেই কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল একশো দিনের কাজ। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের এই পদক্ষেপকে রাজনৈতিক ইস্যু করেছিল এই রাজ্যের তৃণমূল সরকার। রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা হিসেবে ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এই অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ সংগঠিত করেছিল তারা। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন গণ-আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছিল এবং মানুষের মধ্যে এই বিষয়ে সচেতনতা প্রচার করা হয়েছিল বারবার। যেহেতু ১০০ দিনের কাজ বাংলার অর্থনীতিতে দারুণ রকমের প্রভাব ফেলেছিল তাই এই কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে রাজনৈতিক ময়দানে কেন্দ্রের মোদি সরকারকে বাংলার সাধারণ মানুষের চোখে ভিলেন বানিয়ে দিয়েছিল তৃণমূল। বিভিন্ন সভা সমিতিতে এই কথা তুলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অভিব্যেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার তুলোথোনা করেছে কেন্দ্র সরকারকে।

সাধারণ মানুষের ন্যায় সঙ্গত অধিকার ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা কি আদৌ কেন্দ্রীয় সরকারের আছে? সরকারি দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তার প্রতিকার না করে সাধারণ মানুষের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না কোন সরকার। স্বাভাবিক কারনেই কলকাতা হাইকোর্ট গত জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজ চালু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন কেন্দ্রের আপত্তি খারিজ করে অক্টোবর মাসে সুপ্রিম কোর্ট রায় বহাল রেখেছে। কিন্তু তারপরেও রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ শুরু হয়নি। আটকে ছিল নানান জটিলতায়।

এখন সেই জট খুলে এই প্রকল্পটি শুরু করতে চলেছে কেন্দ্র সরকার। তবে দুর্নীতি রুখতে সময়ের দাবি মেনে বেশ কিছু নিয়মাবলী কার্য প্রক্রিয়া ও শর্তাবলী আরোপ করতে চলেছে এর উপরে।

সম্প্রতি লোকসভায় কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী কমলেশ পাশওয়ান ঘোষণা করেছেন আদালতের নির্দেশ মত পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজ চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগ নিচ্ছে কেন্দ্র সরকার। গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রক এর জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম ও প্রক্রিয়া পুনর্মূল্যায়নের কাজ শুরু করে দিয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই ঘোষণা নিঃসন্দেহে অর্থবহ। হাইকোর্টের নির্দেশে পরিষ্কার বলা ছিল কেন্দ্র সাধারণ মানুষের অধিকার ১০০দিনের কাজ বন্ধ করতে পারে না কিন্তু এই কাজের বিভিন্ন অনিয়ম রুখতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে পারে। সেই মতই কড়া নিয়মের জালে এই প্রকল্পকে বাঁধতে চাইছে কেন্দ্র সরকার। ফলে তৃণমূলকে রাজনৈতিক মাটি ছেড়ে না দিয়ে বরং কঠিন নিয়ম-কানুনের বেড়াজালে বাঁধতে চাইছে তারা।

এছাড়াও জনপ্রিয় এই ১০০ দিনের কাজের মূল কারিগর যে মোদি সরকার এই কথা মরমে মরমে তারা বুঝিয়ে দিতে চাইছেন বাংলার মানুষকে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা নয় বরং রাজ্য সরকারের দুর্নীতির কারণেই সাধারণ মানুষ ১০০ দিনের কাজের থেকে বঞ্চিত হয়েছে এই বার্তা তুলে ধরতে চাইছেন তারা।

তৃণমূলের সাংসদ মালা রায়, সৌগত রায়, কীর্তি আজাদ এবং রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের বকেয়া নিয়ে বারবার সোচ্চার হয়েছিলেন। কেন কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের শ্রমজীবী মানুষের এই টাকা আটকে রেখেছেন? প্রশ্ন তুলেছিলেন তারা। গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ১০০ দিনের প্রকল্পের কাজে ২০২২ এর ৮ মার্চ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বাকি ছিল ৩০৮২ কোটি টাকার মতো। এরপর থেকে পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন এই টাকার কতটা দেওয়া হবে তা কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করছে।

কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান জানিয়েছেন ‘এই প্রকল্পের মজুরির টাকা পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া আর সব রাজ্যকেই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।’ কেন পশ্চিমবঙ্গ কে দেওয়া হয়নি? কারণ তারা সঠিকভাবে হিসেব দেয়নি। যথাযথ ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট বা হিসেব না পেলে সরকারি টাকা কিভাবে দেওয়া যাবে? অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের দুর্নীতির ইস্যুকে তাঁরা জাগিয়ে রেখেছেন।

এতকিছুর পরে আগামী দিনে ১০০ দিনের কাজ শুরু হলেও তা যে খুব কুসুমাস্তীর্ণপথে এগিয়ে যাবে এমনটা আশা করা দুরূহ।

বাণীকথা

“এই হল এই হবে বাসনায় দিবানিশি মুগ্ধ হয়ে দেখিতে না পায়। মরে লোকে প্রতিক্ষণে, দেখে তবু আছি জানে, না মরিব এই মনে, কি আশ্চর্য হয়।”

—রাজা রামমোহন রায়

বাংলা এখন

খোলা মনে, খোলা চোখে

* লেখা পাঠাবার ঠিকানাঃ banglaekhon25@gmail.com

মোবাইলে টাইপ করে লেখা পাঠাবেন

** শ্রেণিবদ্ধ এবং ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন পাঠানোর ঠিকানা ও যোগাযোগ

Mobile : 9609625987

চিফ রিপোর্টারঃ মোহন গঙ্গোপাধ্যায় | Mobile : 9123093476

সম্পাদকঃ দেবাশিস শেঠ | Mobile : 9474360036

পত্রিকা অফিসঃ হেলান, হুগলি

মানবাধিকার

আজকের দিনে গোটা পৃথিবী জুড়ে আলোচনা, পর্যালোচনা, সমালোচনা চলছে ‘মানবাধিকার’ নিয়ে। সাধারণভাবে মানবাধিকার বলতে সেই সব অধিকারকে বোঝায় যেগুলি মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য। মানবাধিকার বলতে সেই সব অধিকারকে বোঝায় যা মানুষ হিসাবে জন্ম গ্রহণ করার কারণে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের নারী-পুরুষ পাওয়ার হকদার। যে অধিকারগুলো ছাড়া মানুষ সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে না, মানবাধিকার হল বিশ্বজনীন প্রকৃতির। জাতীয়তা, জাতিসত্তা, বংশ, বর্ণ, সম্প্রদায় প্রভৃতি নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। সুতরাং মানবাধিকার থাকার ফলে পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষকে প্রথমে ক্ষুধা ও অপুষ্টি থেকে মুক্তি দিতে হবে এবং খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, চাকুরী ও জীবিকা পানীয় জল প্রভৃতি পৌর পরিষেবা সমূহের নিশ্চয়তা দিতে হবে। তাছাড়া সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারায় অংশগ্রহণের সুযোগ সকলের থাকবে। একবিংশ শতাব্দীতে উপনীত হয়ে এ বিষয়টি নিশ্চিত করা দরকার যে, প্রত্যেক মানুষ যাতে করে যুক্তিসঙ্গত ভাবে ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান নির্বাহের সুযোগ পায়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মানব সভ্যতার ইতিহাসে দু-দুটো ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। মানব জাতি মানবতা বিরোধী ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করেছে, জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার সমূহ পদদলিত হয়েছে। তারপর বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের

ড. মইদুল ইসলাম

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক

ব্যাপারে উদ্যোগ শুরু হয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানুষ মানবাধিকারের ব্যপারে অধিকতর সতর্ক ও সক্রিয় হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে সকলের ও স্বাধীনতার জন্য বিধিব্যবস্থা গৃহীত হয়। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার সম্পর্কিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণা গৃহীত হয়, তা আজও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের অধিকারের মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে চলেছে।

মানবাধিকার সম্পর্কিত বিশ্বজনীন ঘোষণা নিপীড়িত, অত্যাচারিত, শোষিত, মানুষের মধ্যে ব্যাপক আশা-আকাঙ্ক্ষা তৈরী করেছিল। মানুষ আশা করেছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ঘোষিত অধিকার গুলিকে বাস্তবায়িত করার ব্যপারে সচেষ্ট হয়েছে। তথাপি মানবাধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। কারণ এখনো রাশিয়া, ইউক্রেনের মত

বিভিন্ন দেশের যুদ্ধের সময় অসহায় মানুষের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যেমন নীরব দর্শক, ঠিক তেমন ভাবে গোটা পৃথিবী জুড়ে খাদ্য, বাসস্থান, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে মানুষ। এই ব্যর্থতার কারণ হিসাবে বিভিন্ন বিষয়ের কথা বলা যায় -

১) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোনো নির্দিষ্ট মান রক্ষা করতে পারেনি।

২) অর্থনৈতিক এবং সাংগঠনিক সামর্থের বিচারে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্যের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। এমন অনেক রাষ্ট্র আছে যাদের ইচ্ছা থাকলেও বিশেষ বিশেষ অধিকার সংরক্ষণের সামর্থ নেই।

৩) জি. এইচ. লিকোনাস- এর মতানুসারে জাতিপুঞ্জের ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত মানবাধিকারগুলির বাস্তবে কোনো মূল্য নেই। কারণ এই অধিকার গুলিকে মেনে চলা বা কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই।

৪) মানবাধিকার সম্পর্কিত বিশ্বজনীন ঘোষণাপত্রের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হিসাবে সনদের ২(৭) ধারাকে দায়ী করা হয়ে থাকে। এই ধারা অনুসারে কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে জাতিপুঞ্জ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এই অবস্থায় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গেলে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়েও জাতিপুঞ্জকে হস্তক্ষেপ করার এক্তিয়ার প্রদান করা আবশ্যিক।

৫) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে কোনো ব্যক্তিকে তার লঙ্ঘিত অধিকার সংরক্ষণ বা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জাতিপুঞ্জের কাছে সরাসরি আবেদন করার অধিকার বা সুযোগ দেওয়া হয়নি।

অবসাদগ্রস্ত মাতৃত্ব

পোস্টন্যাটাল ডিপ্রেশন বা প্রসব পরবর্তী মানসিক অবসাদ

‘মাহওয়া নয় মুখের কথা’। সত্যিই যথার্থ মা হওয়া কি আর মুখের কথা! দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করে একটি ক্ষুদ্রকণা থেকে নিজের শরীরের নির্বাস মিশ্রিত করে একটি সম্পূর্ণ সুস্থ সবল সন্তান জন্ম দেওয়া কখনোই মুখের কথা হতে পারে না। এরপর প্রসবকালীন প্রদাহ সহ্য করা। যদিও বলা হয়, ‘সন্তানের মুখ দেখে মা তার সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে যায়’। সত্যিই প্রথমবার সন্তানের মুখ দর্শনের পর মায়ের মনে হয় এই প্রাণটা আমার শরীরেই সৃষ্টি হয়েছে! এই ভেবে মা আশ্বস্ত হয়। কিন্তু যেই সময় মায়ের সন্তানকে বুকে আগলে সমাজের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার কথা সেই সময় গর্ভধারিণী মা’ই প্রসব পরবর্তী মানসিক অবসাদের স্বীকার হয়ে নিজের গর্ভজাত সন্তানকে হত্যাও করে। দূর থেকে দেখে অনেকেরই মনে হয় কি নির্মম মা-রে বাবা। নিজের সন্তানকে নিজেই হত্যা করলো। কিন্তু সত্যিই কি হত্যাকারী মা নির্মম ছিল! নাকি অসহায় ছিল? কয়জনই বা ভেবে দেখে সে কথা।

গবেষণা থেকে জানা যায় যে, পোস্টন্যাটাল ডিপ্রেশন বা পোস্টপার্টাম মেন্টাল ডিজার্ডর বা প্রসব পরবর্তী মানসিক অবসাদ এই সমস্যাটি হয় মস্তিষ্কে হরমোনের ভারসাম্যহীনতার জন্য। সাধারণত প্রসবের একমাস পর থেকেই এই মানসিক অবসাদ দানা বাঁধে মায়ের শরীরে ও মনে। তিনি ভাবতে থাকেন এই পৃথিবীতে সন্তান ও তাঁর বেঁচে থাকা অর্থহীন। তখন সন্তানকে পৃথিবী থেকে সরাতে মা নৃশংসতার পথও বেছে নেন। ‘ছ’ এটিকে ‘মানসিক স্বাস্থ্যবিধির একটি বিশেষ অবস্থা এবং বিষণ্ণতার একটি রূপ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে ভারতে এই প্রসবোত্তর মানসিক অবসাদের হার প্রায় ৩১.৩ শতাংশ। বিশ্বব্যাপী প্রতি এক হাজার নতুন মায়ের মধ্যে সাধারণত এক বা দুইজনের এই সমস্যা দেখা যায়। বার্নসল থেকে কোরলা, রংপুর থেকে আলিপুরদুয়ার কখনো প্রথম সন্তান বা কখনো দ্বিতীয় সন্তান নিজেই হত্যা করেছেন মা। কখনো লক্ষ্য শুধু সন্তানকে হত্যা করা আবার কখনো লক্ষ্য সন্তানের

প্রিয়াঙ্কা নন্দী পাল

সাথে নিজেও আত্মহত্যা করা। এভাবেই ঘটে চলেছে এই মর্মান্তিক অবসাদগ্রস্ত হত্যাকারী ঘটনা। কখনো মা শোকে মর্মান্বিত আবার কখনো দেখা যাচ্ছে মা নির্লিপ্ত। একজন মা বলেছেন, “কিছু করার ছিল না। আরেকটি মেয়ে আছে তাকে খেতে দিতে পারি না। রান্না করতে পারিনা। সারাক্ষণ কাঁদতো ছোট শিশুটি।”

কি অদ্ভুত না, সন্তানকে তার মা হত্যা করেছে বলে অভিযোগ করার জন্য অনেক মানুষ থাকলেও, মায়ের অসহায় অবস্থায় সহায়তা করার মতো মানুষের বড় অভাব। সাধারণত সংসারে বলতে শোনা যায়, “বৌমা এই সময় নাতি-নাতনি নিয়ে নাও মানুষ করে দেব”। বলে তো অনেকেই কিন্তু করে কয়জন? এছাড়াও শোনা যায় “এক সন্তান সন্তান নয়, দুটি সন্তান না হলে হয়!” বলা তো সহজ কিন্তু দায়িত্ব নেবে কে।

দ্বিতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে পূর্বে একান্নবর্তী পরিবারে অনেক সুবিধা ছিল। প্রথম সন্তানের অন্যান্য দাদা-দিদিদের সঙ্গে কাকিমা-জেঠিমাদের কাছে ভাগ বসানো আদরেই ঠিক কেটে যেত এই কঠিন সময়গুলি। কিন্তু এখন তো কাকা-জ্যাঠারই বড় অভাব, তাই সব দায়িত্ব এসে পড়ে একা মায়ের উপর।

অন্যান্য অনেক দেশেই সন্তান প্রসবের পর নবজাতক শিশুর যত্ন, দেখাশোনা কিভাবে করতে হয়, এছাড়াও শিশুর ভালো-মন্দ ও বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে

পিতা-মাতাকে অবগত করার এক বিশেষ প্রক্রিয়া আছে। যা করে থাকেন এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা। সে প্রক্রিয়া আমাদের দেশে নেই। আমাদের দেশে সাধারণত পরিবারের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে নতুন মায়েরা নবজাতক প্রতিপালন শিখে নেয়। কিন্তু যাদের কাছে শেখার সুযোগ থাকে না তাদের ক্ষেত্রে এই অজ্ঞতাই সমস্যার জন্ম দেয়। অনেক সময় এই অবসাদগ্রস্ত মায়েরা তাদের স্বামীদের সাহচর্যও পায় না। যাদের ক্ষেত্রে সাংসারিক কাজ করতে হয় না, তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় সারাদিন আধোশ্বরে কথা বলে শিশুকে ভোলাতেও বিরক্তি আসে। মা প্রত্যাশা করে কেউ যদি কিছুটা সময় সন্তানটির সঙ্গে থাকতো, তাহলে সে একটু মুক্তি পেত। নবজাতক শিশুর যত্ন করতে করতে মায়েরা তো আয়নার সামনে দাঁড়াতেই ভুলে যায়, নিজের যত্ন নেওয়া তো অতীত। অথচ প্রতিবেশীরা শিশুকে আদর করতে এসে যখন নবজাতকের সঠিক যত্নের অভাব প্রকাশ করে, তখন মায়ের মনের ক্ষতটা তারা বুঝতে পারে না। এইভাবেই ধীরে ধীরে একটি নব মাতৃত্বের কোমল হৃদয় অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

এছাড়াও আরো একটি বিশেষ সমস্যা হচ্ছে ঘুমের ঘাটতি। ঘুমের ঘাটতি হলে মানসিক অবসাদ ও শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে মায়েরদের একটু সহায়তার প্রয়োজন হয়। যাতে সঠিক বিশ্রাম নিয়ে মা সুস্থ থাকতে পারে।

এই মর্মান্তিকতার দায় শুধু মায়ের নয়, এর দায় সমাজেরও। একান্নবর্তী পরিবারের অভাব থাকতে পারে, কিন্তু অধিক জনসংখ্যার দেশে মানুষের অভাব তো নেই। যেখানে একটু সহায়তা বাঁচিয়ে দিতে পারে একটি নবজাতকের প্রাণ ও এক অসহায় সদ্য হওয়া মাকে। আসুন একটু সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিই নতুন মায়েরদের দিকে। একটু খোঁজ নিই আশেপাশের নবজাতক শিশুটির মায়েরও। সমালোচনা নয়, সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ছোঁয়া ছড়িয়ে দিই নতুন মাতৃত্বের সমাগমে। কে বলতে পারে প্রতিবেশী নবজাতকটির মা-ও হয়তো এখন খুব অসহায়।

ধান কেনা নিয়ে আরামবাগে সাংবাদিক বৈঠক বিধায়কের



বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: ন্যায্য মূল্যে ধান কেনার ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি গুলি দুর্ব্যবহার করছে চাষীদের সঙ্গে, এই অভিযোগ বারবার আসছিল আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগের কাছে। তাঁর প্রতিবিধানের জন্য তিনি যে উদ্যোগ নিয়েছেন সেই বিষয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে তা জানিয়েছেন।

আরামবাগ কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক জানিয়েছেন, ‘সমবায় সমিতির মাধ্যমে যে ধান কেনা হচ্ছে তার লিমিট করা হয়েছে ১৫ কুইন্টাল। অর্থাৎ একজন চাষীর কাছ থেকে মোট যে পরিমাণ ধান কেনা হবে একদিনে তিনি তার মধ্য থেকে ১৫ কুইন্টাল করে ধান দিতে পারবেন। তাহলে যার ৯০ কুইন্টাল

ধান দেওয়ার কথা তাকে কতবার ক্যারিং কস্ট দিয়ে গাড়ি পাঠাতে হবে। কিংবা যার ১৮ কুইন্টাল ধান নেওয়া হবে সে কি আবার তিন কুইন্টাল ধান আলাদা করে পাঠাবে? এ ব্যাপারে যথেষ্ট সমস্যায় পড়ছেন কৃষকরা। এফ সি আই এর যে টাকা ন্যায্য মূল্যে ধান কেনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দেয় তার অপব্যবহার হচ্ছে। আমি মাননীয় জেলা শাসক এবং মহকুমা শাসকের কাছে লিখিতভাবে পাঠিয়েছি, আমার প্রস্তাব, আগে যেমন হতো, যার কাছ থেকে যে পরিমাণ ধান কেনা হবে তা একবারে নেওয়া হোক। ধান কেনার ক্ষেত্রে চাষীদের যেন অকারণে বিরক্ত না করা হয়।’ এদিন তিনি এলাকার আরো কিছু সমস্যার উপর আলোকপাত করেন।

► ১ম পাতার পর যাবার নির্দেশ বিএলওদের

ভোটারদের বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে হবে সুপারভাইজারদেরও। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই বিশেষ পর্যবেক্ষক সূরত গুপ্ত পূর্ব বর্ধমানে বৈঠক করতে আসেন। তখন তাঁর কাছে মৃত ভোটারদের নামেও ফর্ম বিলি সংক্রান্ত অভিযোগ জানিয়েছিল রাজনৈতিক দলগুলি। তাদের দাবি, মৃতদের তালিকা সরকারের কাছে রয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করার সুযোগও আছে। তারপরও নতুন ভোটারদের অন্তর্ভুক্তি নিয়েও। কারণ, বর্তমানে ফ্রিজ থাকা ভোটার তালিকা আনফ্রিজ হয়ে যাবে ১০ ডিসেম্বর খসড়া প্রকাশের পরই। তারপর ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য ৬ নম্বর ফর্ম জমা দিতে পারবেন নতুন ভোটাররা। তবে তাঁদেরকেও ওই ৬ নম্বর ফর্মের সঙ্গে একটি ঘোষণাপত্র বা ডিক্লারেশন ফর্ম জমা দিতে হবে। এদিকে মৃত ভোটার যাচাই করতে সাত দফা নির্দেশিকা জারি করেছে কমিশন।

► ১ম পাতার পর

‘হুমায়ুন সাহেব মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ করছেন এতে আপত্তি কিসের? প্রত্যেক ধর্মের মানুষ তার ধর্মীয় জায়গা তৈরি করতে পারে। যারা সংকীর্ণ মনোভাবের তাদের কষ্ট হতে পারে। তবে হুমায়ুন সাহেব কে বলি, ছেলে খেলা করবেন না, মসজিদের মতো মসজিদ করুন। আমার দ্বিতীয় কথা, মসজিদকে সামনে রেখে কোনো রাজনীতি করা হবে না তো? যদি রাজনীতি করা হয় তাহলে এই মসজিদের কোনো দাম নেই। ভারতবর্ষের যে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা আছে তারা মানুষের সেবা, মানুষের কল্যাণ, মানুষের উন্নয়ন ভুলে গেছে।’

৬ ডিসেম্বরের বিপুল জনসমর্থন এবং মুসলমান সমাজের আবেগ উচ্ছ্বসিত করেছে হুমায়ুন কবিরকে। তিনি খুব স্পষ্ট করে বলেছেন, ‘বাবরি মসজিদ নির্মাণ হবে, কোনো শক্তি আটকাতে পারবে না। আটকাতে আসলে আমাদের জীবনের বিনিময়ে মোকাবিলা করব, শহীদ হয়ে যাব হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করবো। এর পাশাপাশি ৫০০ বেডের ইসলামিক হসপিটাল হবে। মুর্শিদাবাদের ৭২ শতাংশ মুসলমান বেলডাঙার সত্তর শতাংশ মুসলমান সেই জায়গাতে আমি একটা বাবরি মসজিদ নির্মাণ করছি। অনেকে বাধা দিচ্ছে।’ এর সঙ্গে সঙ্গে বিজেপির পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের পাল্টা হিসেবে লাখো কণ্ঠে কোরআন পাঠের ডাক দিয়েছেন হুমায়ুন কবীর। তিনি ঘোষণা করেছেন, এক লক্ষ হাফেজকে দিয়ে কোরআন পাঠ করানো হবে। মুর্শিদাবাদের পাশাপাশি বীরভূম এবং মালদাতেও বাবরী মসজিদ নির্মাণ করা হবে। তিনি নতুন

সেইসঙ্গে প্রতিনিয়ত বয়স্ক ভোটারদের স্বাস্থ্যের খোঁজ রাখারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, বিএলওদের পাশাপাশি ইআরওদের বলা হয়েছে, আপনাদের আওতাভুক্ত এলাকায় যেসব সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, রয়েছে, সেখান থেকে প্রতিনিয়ত তথ্য সংগ্রহ করুন। মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে তৎক্ষণাৎ তা এপিক নম্বর উল্লেখ করতে হবে। এছাড়াও ইনিউমারেশন ফর্মের মতো এই ডিক্লারেশন ফর্মেও সংশ্লিষ্ট ভোটার ২০০২ সালের তালিকায় থাকা এপিক নম্বর, আত্মীয়ের নাম এবং আত্মীয়ের এপিক নম্বর উল্লেখ করতে পারবেন। পাশাপাশি খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর কোনও অভিযোগ থাকলে ইআরও, ডিইও এবং সিইও অফিসে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আপত্তি জানানো যাবে। শুনানি ও যাচাইকরণ পর্ব চলবে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা।

রাজনৈতিক সমীকরণ

একটি রাজনৈতিক দল গঠনেরও ঘোষণা করেছেন।

দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, ‘পাল্টার দরকার নেই। যদি মনে হয় কোরআন পড়লে মানুষের মনে পরিবর্তন আসে ভালো হয় মানবতার জন্য অবশ্যই পড়া উচিত। কিন্তু এটাকে রাজনৈতিক কাজে লাগানো ঠিক নয়। যেন জেহাদি শক্তি না মাথা চাড়া দেয়, এটা খেয়াল রাখা সরকারের কাজ।’

রকেটের গতিতে হুমায়ুন কবীরের এই উত্থান বাংলার রাজনীতিকে কিভাবে প্রভাবিত করতে পারে? প্রথমত হুমায়ুন কবীর ধর্মীয় মানুষ নন, তিনি যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর রাজনৈতিক ইতিহাসও বিতর্কিত। কিছুদিন তিনি বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলেছেন আবার কিছুদিন তৃণমূলের সঙ্গে। অতএব তাঁর নীতি আদর্শ এসব সম্পর্কেও খুব স্পষ্ট কোনো অবস্থান নেই। বর্তমানে বাবরি মসজিদ ধ্বংস সম্পর্কিত মুসলমান সমাজের খুব গভীর একটি ক্ষত তিনি উন্মোচিত করেছেন এবং সেখানে প্রলেপ দেওয়ার কাজটি করেছেন। যে প্রতিবাদ তাঁরা দীর্ঘদিন বুকের মধ্যে লালন করেছিলেন তার আশ্রয় তিনি জালিয়ে দিয়েছেন। বিপুল সংখ্যার মুসলমান জনগণের মসীহা হয়ে উঠেছেন। এর ফলে যেটা হতে পারে, তৃণমূলের ভাঙারে থাকা নিশ্চিত মুসলমান ভোট যা দীর্ঘ সময় ধরে সুরক্ষিত ছিল সেই ভোটে ধ্বংস নামতে পারে। এর উপর আই এস এফ যদি তাদের সঙ্গে হাত মেলায় তাহলে আগামী নির্বাচনে তৃণমূলের চিন্তার যথেষ্ট কারণ আছে।

হুগলিতে সরকারি প্রকল্পের কাজে সন্তুষ্ট নবান্ন

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: হুগলিতে রাজ্য সরকারের সমস্ত প্রকল্পের উন্নয়নের কাজ সৃষ্টিভাবে চলছে বলে দাবি নবান্নের। সম্প্রতি নবান্নের পাঠানো পরিদর্শক ওস্কার সিং মিনা এমনটাই জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, পথশ্রী রাস্তাশ্রী থেকে বাংলার বাড়ি, আমার পাড়া আমার সমাধান সহ সমস্ত প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে নবান্নের तरফে পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয় এই প্রবীণ আমলাকে। মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ প্রকাশ করে ওই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারপরেই গত শনিবার হুগলিতে এসেছিলেন ওস্কার সিং মিনা। এদিন তিনি সার্কিট হাউসের মিটিং হলে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে জেলাশাসক খুরশিদ আলি এ কাদরী সহ প্রশাসনের সমস্ত স্তরের আধিকারিকরা ছিলেন। দীর্ঘসময় ধরে প্রকল্পভিত্তিক আলোচনা হয়। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, একাধিক বিষয়ে সৃষ্টি কাজ হলেও কাজের গতি বাড়তে বলেছেন প্রবীণ আমলা তথা পরিদর্শক ওস্কার সিং। পাশাপাশি, বেশকিছু বিষয়ে পরামর্শও দিয়েছেন ওই প্রবীণ আমলা। পরে জেলাশাসককে নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন মিনা। তিনি বলেন, হুগলিতে সমস্ত প্রকল্পের কাজ সৃষ্টিভাবে চলছে। উন্নয়নের কাজের অগ্রগতিও সুন্দর।

► ১ম পাতার পর নির্দেশিকা

কানা দারকেশ্বর নদীর পলি অপসারণ এর ক্ষেত্রে যে নির্দেশিকাগুলি আরোপ করা হয়েছে তা হলো, ১২ কিলোমিটার দীর্ঘ অংশে যে পলি বা বালি তোলা হবে আনুমানিক পরিমাণ ৯০ লক্ষ ঘন ফুট। এর মধ্যে ৩০ লক্ষ ঘনফুট মাটি বা বালি আবশ্যিকভাবে নদী বাঁধের কাজে ব্যবহার করতে হবে। বাকি ৬০ লক্ষ ঘনফুট মাটি বা বালি উপযুক্ত সরকারি চার্জ বা রয়েলটি দিয়ে ঠিকাদার সংস্থা ব্যবহার করতে পারবে। এখানে বলা হয়েছে, কাটিং জোনে চ্যানেল ডিমার্কেশন করতে হবে সঠিকভাবে, যেখানে সেখানে যতখুশি মাটি বা বালি তুলে নেওয়া যাবে না। ফ্লেক্স ব্যানার বা পোস্টার লাগিয়ে জনগণকে সমস্ত বিষয়ের সচেতন করতে হবে। মাটি জমা করে রাখার জন্য নিরাপদ এলাকায় যথেষ্ট পরিমাণে জায়গা রাখতে হবে। পরিবহনের ক্ষেত্রে জনবহুল এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। প্রতিটি গাড়ি যাতে সঠিক রোড চালান নিয়ে যায় দেখা হবে। মাটির পরিমাপ সম্পর্কেও সঠিক তথ্য রাখতে হবে। মূলত এই প্রকল্পটিতে সরকারি কোষাগার থেকে কোনোরকম টাকা খরচ না করে যাতে নদীগুলিকে সংস্কার করা যায় পলি অপসারণ করা যায় সে ব্যাপারেই উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। এখন দেখার, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা অক্ষুণ্য রেখে কতটা সঠিক ভাবে এই কাজ হয়।

► ১ম পাতার পর নির্দেশ

এলাকায় মাইকিং করাচ্ছে পুলিশ। আরামবাগ মহকুমা পুলিশ জানিয়েছে, সম্প্রতি প্রত্যেকটি থানাকেই এই সংক্রান্ত সচেতনতামূলক মাইকিং করে বাসিন্দাদের বিষয়টি জানাতে বলা হয়েছে। আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী বলেন, মহকুমায় বহু নতুন লোকজন ভিন জায়গা থেকে নানা সূত্রে আসছেন। তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছেনও। তাই সেইসব ভাড়াটিয়াদের ব্যাপারে পর্যাপ্ত এ তথ্য যেন বাড়ি মালিকদের কাছে থাকে, তা নিশ্চিত করতে বলা হচ্ছে। যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তা নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করতে সুবিধা হবে। সূত্রের খবর, বছর কয়েক আগে আরামবাগ থানার পুলিশ ভিন রাজ্যের একটি অপরাধ চক্রকে পাকড়াও করে। পুলিশ তদন্তে জানতে পারে তারা বিভিন্ন জায়গায় চুরির কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থেকে তারা এই ধরনের ক্রাইম করত। সম্প্রতি পুরশুড়া থানার পুলিশও এমনই একটি ভিন রাজ্যের গ্যাংয়ের খোঁজ পায়।

ছক এখন - ২৫

বুলবুল চৌধুরি
বেহালা, কলকাতা ৬০



উপরনীচ:

২) ‘_____ ফকির’।

৩) মক্কার বিখ্যাত মসজিদ।

৪) বঙ্গাদি সম্বন্ধে অতি মিহি বা সুস্বভার ভাবপ্রকাশক।

৬) সাহেবের স্বাক্ষর!

৭) প্রধানত লঘুচালে লিখিত হাস্যরসাত্মিত সুখপাঠ্য রচনা।

১০) নদীর দুই তীর।

১১) তণ্ডুল।

পাশাপাশি:

১) সঙ্গীতের রাগ বিশেষ, প্রথম তিনে একটি ফুল।

৫) বন্যার জলে প্লাবিত।

৭) শুরুতে ‘মজা’ করে লিখে ফেলুন লাল ফুলটির নাম।

৮) ‘_____ ঠাণ্ডা’!

৯) শরীরের কোনো অংশ কেটে যাওয়ায় রক্ত বেরোনো।

১১) মণি যোগে চালবিশেষ!

১২) ফলবিশেষ।

১৪) উত্তমকুমার, বিশ্বজিৎ, সুপ্রিয়া দেবী অভিনীত ছবি।

সমাধান : ছক এখন-২৪

	প	ট	ডু	মি	কা	
		নি		ঠু	ক	ঠু
খো	ল	ক		ভো		ম
শ			হ	র	বো	লা
মে	থি	হা	র			কা
জা		ত		ব	স	স্ত
জ	ল	পা	ন		টু	
	খা	রি	জ	ক	রা	

আরামবাগের গোঁসাই পরব আবারও স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হতে চলেছে



বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : ‘খুলে ফেলে দাও জাতের বর্ম, এ পরব মানে মানব ধর্ম।’ এবার আরামবাগের জনপ্রিয় গোঁসাই পরবের এটাই থাকছে মূল থিম। সেই অনুযায়ী সেজে উঠবে মাঠ ও মন্ডপ। সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে থাকবে বিশ্ব শান্তির ও সম্প্রীতির বার্তা। আগামী ২২ থেকে ২৬ শে জানুয়ারি আরামবাগের তেঘরির মাঠে প্রতিবারের মতো এবারেও শুরু হতে চলেছে গোঁসাই পরব। করোনার আগে থেকেই শুরু হয়েছিল এই উৎসব। করোনার সময় স্বাভাবিক কারণেই বন্ধ ছিল তারপর আবার দুদুদু গতিতে ছুটে চলেছে তার রথ। বর্তমানে শুধু আরামবাগ

মহকুমাই নয় রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক তকমা এখন এই উৎসবের গায়ে। বর্তমানে জাতপাতের রাজনীতিতে উত্তপ্ত ভারত তথা বিশ্ববাসীর কাছে সম্প্রীতি ও শান্তির বার্তা দিতে চাইছে গোঁসাই পরব। আয়োজকদের পক্ষ থেকে সন্দীপ রায়, শ্রীদীপ চট্টোপাধ্যায়, মাধব কোনার, ডাঃ শৈলোক নন্দী প্রমুখ জানিয়েছেন, এবারে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে উৎসবের মাঠ। থাকবে হস্তশিল্পের মেলা, সোনাবুরি হাটের দুর্নিবার আকর্ষণ আর বাউল ফকিরের গান। এমন একটি আন্তরিক অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন সারা রাজ্যের মানুষ।

মাধ্যমিক পরীক্ষা : যে বিষয়ের পরীক্ষা সেই শিক্ষকদের ডিউটিতে রাখা যাবে না

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: মাধ্যমিক পরীক্ষায় যে বিষয়ের পরীক্ষা সেই শিক্ষকদের আর ডিউটিতে রাখা যাবে না। এমনটাই সিদ্ধান্ত মধ্যশিক্ষা পর্ষদের। এমনকি ‘নন পার্টিসিপেটিং’ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম মেনে চলার জন্য রাজ্যে সব জেলার ডিআইদের নির্দেশ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের। যেসব স্কুলে মাধ্যমিকের সিট পড়ে না সেগুলিকেই নন-পার্টিসিপেটিং স্কুল বলে। পরিদর্শকের অভাব থাকলে অনেক সময় এই স্কুলগুলি থেকে শিক্ষক নিয়ে মাধ্যমিকের কেন্দ্রে পাঠানো হয়। গত বৃহস্পতিবার মালদহ জেলা সফরে আসেন পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি মাধ্যমিক পরীক্ষার সংশোধিত নিয়মাবলি নিয়ে দুটি

পর্যায়ে বৈঠক করেছেন। রামানুজ বলেন, গতবছর নন পার্টিসিপেটিং স্কুল থেকে যে শিক্ষক-শিক্ষিকা পাঠানো হয়েছিল, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে তাঁদের বিষয়ের শিক্ষককে ডিউটি দেওয়া হয়েছে। এবছর সেটা করা যাবে না। তবে, নতুন নিয়ম ঘিরে সমস্যার কথাও উঠে আসছে। অনেক স্কুলে প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য আলাদা শিক্ষক থাকেন না। পদার্থবিদ্যার শিক্ষককে অনেক স্কুলে অঙ্কের ক্লাস নিতে হয়। সেক্ষেত্রে ইনভিজিলেটর নিয়ে বেশি বাছবিচার করলে গাঁ উজাড় হয়ে যেতে পারে বলে মনে করছেন শিক্ষকদের একাংশ। এবারে সৃষ্টিভাবে যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়, সেজন্য এদিন সকাল থেকে দফায় দফায় বৈঠক করেন পর্ষদ সভাপতি।

শারদীয়া দুর্গাপূজো উপলক্ষে **৫০%** বিশেষ ছাড়

এবার **শ্রেণিবদ্ধ** বিজ্ঞাপন

মাত্র **২৫০/-** টাকায়

আপনার প্রিয়জনের জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী কিংবা বিশেষ কোনো দিনে তাকে শুভেচ্ছা জানান। নাম, পদবী কিংবা ঠিকানা পরিবর্তন, ছোটখাটো ব্যবসা বাণিজ্যের খবর বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দিন অনায়াসে।

লায়ন্স ক্লাব অফ শ্রীরামপুর সেন্টিনিয়ালের মানবিক মেলায় উপকৃত তিন হাজার মানুষ



বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : হুগলির মাহেশ জগন্নাথ মন্দিরের পাশে স্নান পিড়ির মাঠে এই এলাকার অভিজাত সংগঠন লায়ন্স ক্লাব অব শ্রীরামপুর সেন্টিনিয়াল এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বিরাট একটি মানবিক মেলা। প্রায় তিন হাজারেরও বেশি মানুষের হাতে বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা তুলে দেওয়া হয় এই মেলা কমিটির পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল এর প্রেসিডেন্ট লায়ন এ পি সিং, জনপ্রিয় লায়ন লিডার লায়ন সঙ্গীতা জাটিয়া, ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন বামাপ্রসাদ জানা, বিধায়ক

ডাঃ সুদীপ্ত রায়, শ্রীরামপুরের পুরপ্রধান গিরিধারী সাহা সহ বহু বিশিষ্ট মানুষজন। সারা বিশ্বে আজ ২০০ টির ও বেশি দেশে প্রসারিত হয়েছে লায়ন্স সংগঠন। এই আন্তর্জাতিক সংগঠনের সর্বোচ্চ পরিচালক, ইন্টারন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট লায়ন এ পি সিং এর উপস্থিতি এই মেলাতে বিশেষ উচ্চতা দান করেছে। এ পি সিং এর বক্তব্য, ‘শ্রীরামপুর সেন্টিনিয়াল লায়ন্স ক্লাব এত বড়ো একটা আয়োজন করেছেন এটা সেবার মেলা। লায়ন্স ক্লাব প্রতিষ্ঠিতই হয়েছে মানুষের সেবার জন্য। এখানে

হিমঘরে আলু সংরক্ষণ ৩১ডিসেম্বর পর্যন্ত, শেষ দশ দিন ভাড়া কমবে

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: সরকারের সিদ্ধান্তে খুশি রাজ্যের আলু চাষিরা। একদিকে হিমঘর গুলোতে আলু সংরক্ষণ করা যেতে পারে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। অপরদিকে শেষ দশ দিন হিমঘরে ভাড়া কমানোর সিদ্ধান্ত। চলতি ডিসেম্বরে কিছু সময়ের জন্য হিমঘরে আলু রাখার বর্ধিত ভাড়ার বড় অংশে ছাড় দেওয়া হল। কৃষি বিপণন দপ্তর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, ডিসেম্বরের ২২ থেকে ৩১ তারিখ পর্যন্ত ভাড়ার বর্ধিত অংশে ছাড় মিলবে। তবে মজুরি খাতে কিছু টাকা ওই সময়েও অতিরিক্ত হিসেবে দিতে হবে। হিমঘরে আলু রাখার নির্ধারিত সময়সীমা ৩০ নভেম্বর শেষ হয়। কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আলু হিমঘরে থেকে যাওয়ায় কৃষি বিপণন দপ্তর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করে। দক্ষিণবঙ্গে এই বর্ধিত সময়ের জন্য কুইন্টাল প্রতি ২০ টাকা ২২ পয়সা এবং উত্তরবঙ্গের হিমঘরের জন্য ২০ টাকা ৬৬ পয়সা করে অতিরিক্ত ভাড়া ধার্য হয়। গোটা মরশুমের জন্য যে ভাড়া ছিল, তার ভিত্তিতে এটা ঠিক করা হলেও আলু ব্যবসায়ীদের সংগঠন এতে আপত্তি জানায়। তাদের বক্তব্য ছিল, এবার বাম্পার ফলনের জন্য চাষি সহ যাঁরা হিমঘরে আলু রেখেছেন, তাঁদের অনেক লোকসান হয়েছে। অতিরিক্ত ভাড়া দিতে গেলে লোকসান আরও বাড়বে। হিমঘর মালিকদের সংগঠন অবশ্য বর্ধিত ভাড়া ছাড়া সময় বৃদ্ধি করতে রাজি ছিল না।

পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি এই ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে তাঁর হস্তক্ষেপ চায়। এরপর কৃষি বিপণনমন্ত্রী বোচারাম মাস্তা সহ আধিকারিকরা হিমঘর মালিকদের সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে বর্ধিত ভাড়া কিছু সময়ের জন্য কমানোর



সিদ্ধান্ত নেন। নতুন ব্যবস্থায় ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে হিমঘর থেকে আলু বের করলে বর্ধিত হারে পুরো ভাড়া দিতে হবে। তারপর বর্ধিত ভাড়ায় অনেকটা ছাড় মিলবে। আলু ব্যবসায়ী সংগঠনের সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, শ্রমিকদের মজুরি বাবদ শেষ ১০ দিনে প্রতি কুইন্টালে ৬ টাকার মতো অতিরিক্ত খরচ হবে। তবে স্বাভাবিক হারে বের হলেও ৩১ ডিসেম্বরের পর ৩-৪ লক্ষ টন আলু হিমঘরে থেকে যাবে। ওই সময় নতুন আলু ব্যাপক পরিমাণে বাজারে ঢুকতে শুরু করে। তখন হিমঘরের আলুর চাহিদা কমে যাবে।

রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বোচারাম মাস্তা বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের অভাবী বিক্রি আটকাতে এবং রাজ্যবাসীর হাতে সুলভ মূল্যে আলু পৌঁছে দিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবছরে হিমঘরগুলিতে আলু সংরক্ষণের সময়সীমা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই সিদ্ধান্ত যেমন চাষিদের ন্যায্যমূল্য পাওয়া নিশ্চিত করবে। একইসঙ্গে রাজ্যের বাজারে আলুর যোগানকে স্থিতিশীল ও সুযম রাখবে। সরকারের কৃষিজ বিপণন দপ্তর আগামীতেও কৃষকদের পাশে থেকে তাঁদের সুরক্ষা, উন্নতি ও আর্থিক স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সেকেন্দারপুর স্কুলের ১৩৮ তম জন্মদিন

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: খানাকুল ব্লকের সেকেন্দারপুর রায় কে পি পাল বাহাদুর হাই স্কুলের ১৩৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও প্রতিষ্ঠাতা রায় বাহাদুর ক্ষীরোদাপ্রসাদ পালের ১২৫ তম প্রয়াণ দিবস পালিত হল নানা কর্মসূচির মাধ্যমে। সারাদিনব্যাপী শোভাযাত্রা থেকে শুরু করে রক্তদান শিবির, চক্ষু পরীক্ষা শিবির, থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্ণয়, রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ইত্যাদি নানা পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয় এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে। এছাড়া ক্ষীরোদাপ্রসাদ এর জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের সভাপতি প্রকাশকান্তি রায় ও ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সমিতিকুমার হাজরা জানিয়েছেন, ‘শিক্ষানুরাগী বহু মানুষের উপস্থিতি এবং



সহযোগিতায় আমাদের এই অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে উঠেছে।’

আছেন লায়ন রঞ্জন মল্লিক, তিনি শ্রীরামপুর এবং এই জেলার একজন বড়ো লায়ন লিডার।’ এই ক্লাবের প্রাণপুরুষ পাস্ট ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন রঞ্জন মল্লিক জানিয়েছেন, ‘আমরা প্রতিবছর এরকম বড়ো করে সার্ভিস মেলা করি। এছাড়া প্রতি মাসে বিভিন্ন রকম পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে দিই। মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য আমাদের স্থায়ী ফুড ভ্যান আছে, ভিশন সেন্টার আছে, জল প্রকল্প আছে। আজ মেন্টাল হেলথ এর উপর গুরুত্বপূর্ণ একটি সচেতনতা সভা হয়েছে, এক হাজার মানুষের হাতে গাছের চারা ও জুট ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়েছে, ১০০০ মানুষকে খাওয়ানো হয়েছে, আড়াইশো শিশুর চক্ষু পরীক্ষা করা হয়েছে ও তাদের স্কুল ব্যাগ দেওয়া হয়েছে। ৫০০ মানুষকে কন্সল উপহার দেওয়া হয়েছে এছাড়া মোটর চালিত ট্রাই সাইকেল উপহার দেওয়া হয়েছে এই মেলা থেকে।’ এরকম উল্লেখযোগ্য একটি পরিষেবা সমাজে লায়ন্স সংগঠনের গুরুত্বকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মনে করছেন বিশিষ্টজনেরা।

পুলিশের প্রাক্তন ওসি বিজেপিতে ক্ষোভ পুরশুড়ায়

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দিলেন পুলিশের প্রাক্তন ওসি বঙ্কিম বিশ্বাস। বিজেপির রাজ্য কার্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে বিজেপিতে গ্রহণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা, বিধায়ক বিমান ঘোষ, লকেট চ্যাটার্জি প্রমুখ। জানা গেছে ৬ মাস আগে তিনি স্বৈচ্ছা অবসর গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানে বিজেপিতে যুক্তি জন সেবার কাজ করতে চান।

এই খবরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আরামবাগ সংগঠনিক জেলার বিজেপির কার্যকর্তারা। বিজেপি নেতা অরিন্দম পাল এর বক্তব্য, ব্রহ্মিম বাবু তার চাকরি জীবনের অনেকটা সময় গোঘাট, তারকেশ্বর, হরিপাল সহ বিভিন্ন জায়গায় থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সেই সময় তৃণমূলের নির্দেশে মিথ্যা কেস দিয়ে দিনের পর দিন বিজেপি কর্মীদের জেল খাটিয়েছেন, রাতের অন্ধকারে হুমকি দিয়েছেন তৃণমূল করতে হবে না হলে লাইফ হেল করে দেবেন। এইরকম অকথ্য অত্যাচার যিনি করেছেন সেই রকম একজন ব্যক্তিকে বিজেপিতে জয়েন করানো হল। স্বাভাবিকভাবে এখানকার পুরনো কার্যকর্তাদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। জেলা নেতৃত্বদের অন্ধকারে রেখে এইভাবে যোগদান করানো ঠিক নয়।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী শুভেন্দু চৌধুরি, পিতা-সুশান্ত চৌধুরি, সাকিম- পুড়া, পোষ্ট-দক্ষিণ নারায়ণপুর, থানা- আরামবাগ, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২৪১২। ইংরাজি ১৭.০৬.২০২৫ সাল আরামবাগ সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-4326/2025 নং আমমোক্তার দলিলমূলে ছায়া কুণ্ডু-এর দ্বারা বর্তমানে আমার মক্কেল জমি খরিদ করেন। মৌজা- পুড়া, জে.এল. নং-১৬৪। হাল এল. আর. এ নিজ নামিত ১১৬২ খতিয়ানভুক্ত রায়ত স্বত্ব। আর. এস. ও এল. আর ৯৬১ দাগে শালি ১ আনায় ১৪ শতক মধ্যে ১০০০ অংশে ১.৪ শতক এবং ঐ মৌজায় ঐ খতিয়ানভুক্ত আর. এস ও এল. আর ৯৬০ দাগে শালি ১ আনায় ২৭ শতক মধ্যে বিক্রিত ০.১০০০ অংশে ২.৭ শতক সম্পত্তি আমার মক্কেল কেনেন এবং নাম পতনের আবেদন করেন। এই বিষয়ে কাহারও আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে আরামবাগ BL&L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

সায়ন্তন দে
অ্যাডভোকেট, আরামবাগ কোর্ট

খানাকুল পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার টোটোর ব্যাটারি, গ্রেপ্তার তিন



বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : ৬ ডিসেম্বর খানাকুল থানার পুলিশের উদ্যোগে উদ্ধার হয় টোটো থেকে চুরি যাওয়া চারটি ব্যাটারি। একের পর এক টোটোর ব্যাটারি চুরি যাওয়ার ঘটনা ইদানিং আতঙ্কিত করেছিল টোটো চালকদের। পুলিশের এই তৎপরতা টোটো মালিকদের অনেকটাই নিশ্চিন্ত করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আরামবাগের এস ডি পিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী খানাকুল থানায় একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ দেন। তিনি জানিয়েছেন, ‘অভিযোগকারী টোটো চালক বাড়ির সামনে টোটো পার্ক করে ঘুমাতে যান। সকালে উঠে দেখেন

তার টোটো থেকে চারটি ব্যাটারি চুরি হয়ে গেছে। ৬ তারিখ সকালে তারা স্থানীয় ঘোষপুর ফাঁড়িতে অভিযোগ করেন। খানাকুল থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশ তদন্ত করে অভিযুক্ত হিসেবে দু’জনের নাম পায়। তাদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করার পর রিমান্ডে নেওয়া হয়। তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী পিলখাঁ এলাকায় ব্যাটারির ক্রেতা সুভাষ মাস্তার বাড়ি থেকে সেগুলোকে উদ্ধার করা হয়। তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের পিছনে যে চক্র আছে, তাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। চুরি যাওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে এগুলি উদ্ধার করার ক্ষেত্রে খানাকুল থানার পুলিশের ভূমিকা অভিনন্দনযোগ্য।’

বৈদ্যবাটিতে ডায়াবেটিক সচেতনতা ও রোগ নির্ণয় শিবির অনুষ্ঠিত হল



বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ৭ ডিসেম্বর বৈদ্যবাটির চারুশীলা গার্লস স্কুলে ডায়াবেটিক সচেতনতা ও রোগ নির্ণয় শিবির অনুষ্ঠিত হল। এদিন এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই ডায়াবেটিক সচেতনতার শুভ সূচনা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ডায়াবেটিক রোগীদের সুস্থ থাকার উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া এইচ বি, থাইরয়েড, এইচ বি-১সি, লিপিড প্রোফাইল, পি এস এ ইত্যাদি বিষয়ে রোগ নির্ণয় করেন শতাধিক মানুষ। তাছাড়া চক্ষু

পরীক্ষা শিবিরের ব্যবস্থা থাকে। উল্লেখ্য,সমস্ত পরীক্ষা নির্ণয় বিনামূল্যে করা হয়। ডাঃ সৌরভ দে জানান, এধরনের বিনামূল্যে রোগ নির্ণয় শিবির প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়। শতাধিক মানুষ এতে যোগদান করেন।

প্রসঙ্গত, এদিনের মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠানও নজর কাড়ে। নৃত্যানুষ্ঠান, কুইজ প্রতিযোগিতা, আলোচনা ও গানের মাধ্যমে জমজমাট হয়ে ওঠে সমগ্ৰ অনুষ্ঠান। এছাড়া সম্মাননা জানানো হয় অজয় রায়চৌধুরীকে।

আর্থিক অনটনের মধ্যেও বুল্টি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আসরে

বিদ্যুৎ ভৌমিক

তারকেশ্বরের দুঃস্থ অ্যাথলিট বুল্টি রায় ভাঙা ঘরে বাস করেও আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে জোরদার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু শত বাধার আগল উপেক্ষা করে বিদেশে বিদ্যুৎইয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার অর্থনৈতিক অনটন। সেই টানা পোড়োনের শিকার হয়ে প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বহির্দেশের হাতছানিতে তার ঘুম উড়ে গেছে। তবুও আশায় বুক বাঁধছেন তারকেশ্বরের অ্যাথলিট, যদি কোন সহায় ব্যক্তি অথবা স্বৈচ্ছাসেবী সংগঠন তার ডাকে সাড়া দিয়ে তাকে আশ্রয় করে এগিয়ে আসেন, তাহলে তার যাত্রাপথ সুগম হবে।

সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড মাস্টার্স গেমস ২০২৬ প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য ডাক পেয়েছেন। উল্লেখ্য, আগামী ২০২৬ এর ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি আবুধাবিতে এই প্রতিযোগিতার আসর বসছে। সেখানে চীন, জাপান সহ বিশ্বের একাধিক দেশ অংশ নেবে। বাঘা বাঘা প্রতিযোগীদের সঙ্গে লড়াইয়ে টেকর দিতে বুল্টি সম্মুখ সমরে নামছেন। দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে তার ৪০০ মিটার হার্ডলসে নামার কথা। এছাড়া ১০০, ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়েও বুল্টি অংশ



নেবেন। ইতিমধ্যে এই দুঃস্থ অ্যাথলিট বিগত দিনে স্টেট, ন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনে দেশের জন্য পুরস্কার এনে সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

প্রসঙ্গত, তারকেশ্বর পৌরসভার ১০ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা বুল্টি। ভাড়াবাড়িতে ভগ্নদশা কুটারে স্বামী ও দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে তার দুঃখের সংসার। স্বামী সন্তোষ রায় ট্রেনের হকার। সংসার চালাতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেন। এদিকে বুল্টি দেশ বিদেশ থেকে অজস্র সম্মাননা গলায় বুলিয়ে এখন পরবর্তী পর্যায়ে অলিম্পিকে অংশ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু দুঃখের সংসারে অভাব প্রতিনিয়ত দরজায় কড়া নাড়ে শিক্ষাধুর তারকেশ্বরের নামী প্রশিক্ষক শিবপ্রসাদ ধাড়ার প্রশিক্ষণে রত থাকলেও বর্তমানে কোচবিহীন তার অনুশীলন চলে রাত্রিতে সরকারি আলোয়। তিনি নিজেই নিজের প্রশিক্ষক।